তোমায় গান শোনাব

শনিবার ৮ নভেম্বর নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জন ক্লান্সি মিলনায়তনে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পরিবেশিত সঙ্গীত সন্ধ্যাটি অনেকদিন পর উপস্থিত সিডনির রবীন্দ্র সঙ্গীতপ্রেমীদের দারুণ এক ভালোলাগায় আপ্লুত করলো যেন। এভাবে বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না যে বন্যার গানে সেদিনের রাতে সুরের বন্যা বয়ে গেছে। প্রতীতির আয়োজনে পরিবেশিত এ অনুষ্ঠান বরাবরের মতই যথাসময়ে শুরু হলো। সিরাজুস সালেকিন তাঁর সাবলীল ভঙ্গিমায় মঞ্চে আহবান জানালেন বন্যার সাথে আসা তবলাবাদক বিমল হাওলাদার এবং বাঁশীর শিল্পী মুহম্মদ মুনিরুজ্জামানকে। এরপর এলেন শিল্পী সাঈফ (কী-বোর্ড), হাসান জায়িদ (গীটার) এবং শাহজাহান বৈতালিক (মন্দিরা)। শেষে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ - মননে মেধায় অনুশীলন প্রজ্ঞায় যাঁর রবীন্দ্রনাথ - যিনি এখনো তাঁর সাধনায় রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বেড়ান - এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় শিক্ষার্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত দর্শন এবং দিগন্ত উন্মোচন করেন - সেই সাধক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে শ্রোতা-দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিরাজুস সালেকিন। এমনি করেই বললেন। বলতে গিয়ে গর্বিত বোধ করলেন। কবি গুরুর পূজা পর্বের একটি গানের আশ্রয়ে বন্যার কথা বললেন - 'গানের ভিতর দিয়ে যখন তিনি (বন্যা) দেখেন ভূবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি'।

সদা হাস্যবদন বন্যা মঞ্চে এসে হাসির বন্যাই যেন বইয়ে দিলেন। এরপর শুরু হলো তাঁর কথা। এটাই বন্যার বৈশিষ্ট্য। যখনই শ্রোতাদের মুখোমুখি হন তখনই কথা বলেন। প্রাণখোলা কথা। নিজের কথা রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রিয় গুরু কনিকা বন্দোপধ্যায় অর্থাৎ তাঁর মোহরদি-র কথা। এবারেও তাই। শুরু করলেন মোহরদি-র স্মরণে একটি গান দিয়ে। এরপর আর থামাথামি নেই। ভুল বললাম। থেমেছেন। প্রতি গানের ফাঁকেই থেমেছেন। গানের পটভূমি নয়তো সে গানকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব কোন গল্প শুনিয়ে পোঁছে গেছেন শ্রোতাদের একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থলে। এটাই বন্যার গায়েকী ঢঙ। এটাই বন্যা। প্রত্যেকেই অনুভব করেন বন্যা যেন তাঁরই জন্য গাইছেন। শ্রোতাদের সাথে কথা বলতে বলতে তাঁদেরকে গানেই জড়িয়ে ফেলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে গান করেন। সেদিনও তাই। হাসি আনন্দ গানে ভরপুর যেন এক সঙ্গীত আড্ডা। মনে হোল কারো বাড়ির বিশাল আঙ্গিনায় দেশ থেকে আসা কোন স্বজনকে নিয়ে গানের আড্ডা বসেছে। সে আড্ডায় ছিলো না কোন বাড়তি সোরগোল। সবাই হাসছে আনন্দ করছে উপভোগ করছে পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দ সুর মূর্ছনা মীড় গমক আবহ তিলে তিলে সকলকে স্পর্শ করছে। ছিলো না শব্দ নিয়ন্ত্রনের বিড়ম্বনা বা মাইক্রোফোনের কোন বিরক্তিকর আচরণ (নাজমুল খান ছিলেন সদা সচেতন) অথবা বাদ্যযন্ত্রীদের যন্ত্রের কোন বেসুরো বা অতিমাত্রার ঝন্ঝন্। সব যেন একান্ত সঙ্গীতের অংকে হিসেব কষা। না কম - না বেশী। একেবারেই যথার্থ।

যেমন ছিলো তূর্যের মঞ্চ সজ্জা তেমনি ছিলো শাহীনের আলোকসম্পাত। শাহীন শাহনেওয়াজের সাথে পনেরো বছরের অধিক সময় ধরে মঞ্চে কাজ করেছি বা তার কাজ দেখেছি। কিন্তু সেদিনের আলোকসম্পাত এক অভিনবত্ব। শাহীনকে বলেই ফেললাম সে কথা। শাহীন বিনয় করে বললেন আমি কিছুই করিনি পরিবেশের বন্যায় কেবল ভেসেছি। আসলে কোন কিছুতেই কোন অভাব বোধ করিনি। প্রতীতি যেন সব কিছু শিল্পকলার কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে রেখেছিলো।

দর্শকদের অনুরোধে সালেকিন এবং বন্যা একত্রে গাইলেন ’সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে’। সবাই চাইছিলেন তাঁরা আরো দু একটি গান করুন কিন্ত ব্যাটে বলে আর হলো না। ওদিকে হলের জন্য নির্ধারিত সময়ও শেষ হয়ে এলো। গান থেমে গেলো। সালেকিন মঞ্চে এলেন। মূলতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী তিনি তাই রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়েই বন্যাকে বললেন - তুমি কেমন করে গান করো হে গুনী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ---। ভেবেছিলাম বন্যাও সালেকিনকে নিয়ে দু’ একটি কথা তেমন করে বলবেন - একজন গুনী আরেকজন গুনীকে যেভাবে সম্মান করে বলেন। না তেমন করে কিছু বলেননি, যা বললেন তা অন্য যে কোন আয়োজকের ক্ষেত্রে সবাই যা যা বলেন - তাই। কি জানি আমার প্রত্যাশাটা বোধহয় একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যাশা ছিলো বন্যা যে কথা দিয়ে সিডনি এসেছিলেন অর্থাৎ ”তোমায় গান শোনব” - সেই গানখানি (তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুম-ভাঙ্গানিয়া) গাইবেন কিন্তু অবশেষে গাইলেন না। তবে কি বলবো ”তোমায় গান শোনব” বলে তিনি গান শোনালেন না? নাকি এতো গান শোনার পরেও অতৃপ্ত রয়ে গেলাম! বন্যা আপনি আবার আসুন - গান শুনিয়ে যান। আবার বলুন ’তোমায় গান শোনাব’। প্রতীতির অতিথি হয়েই গান শুনিয়ে যান। সিডনির রবীন্দ্র সঙ্গীতপ্রেমীরা আপনার অপেক্ষায় রইলো।

আর প্রতীতি-কে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি সুখকর সঙ্গীতসন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য। প্রতীতি প্রতীতি-ই। ওদের জুড়ি নেই।

--- কাইউম পারভেজ